

Kazi Nazrul Islam

# CHHAYANAT

Collected By: [MyMahbub.com](http://MyMahbub.com)

ছায়ানট

কবি নবীনচন্দ্র বসু

## সূচিপত্র

বিজয়িনী	১১
কমল-কাঁটা	১২
চৈতী হাওয়া	১৩
বেদনা-অভিমান	১৮
নিশীথ-স্রীতম্	২০
অ-বেলায়	২১
হার-মানা-হার	২২
লক্ষ্মীছাড়া	২৪
শেষের গান	২৬
নিরুদ্দেশের বাতী	২৭
চিরন্তনী প্রিয়া	২৯
বেদনা-মগি	৩০
পরশ-পূজা	৩১
অনাদৃতা	৩২
শায়ক-বেঁধা পাখি	৩৩
হারা-মগি	৩৫
নীল পরী	৩৭
স্নেহ-ভীতু	৩৮
পলাতকা	৩৯
চিরশিশু	৪১
মানস-বধূ	৪২
দহন-মালা	৪৪
বিদায়-বেলায়	৪৫
অকরণ পিরা	৪৭

ব্যথা-নিশীথ	৪৮
সঙ্ঘাতারা	৪৯
দূরের বন্ধু	৫০
আশা	৫১
মরমী	৫২
মুক্তি-বার	৫৩
আপন-পিয়াসী	৫৪
বিবাগিনী	৫৫
প্রতিবেশিনী	৫৬
দুগুর-অভিসার	৫৮
ছল-কুমারী	৫৯
পাপড়ি-খোলা	৬১
বিধুরা পথিক-প্রিয়া	৬২
মনের মানুষ	৬৩
প্রিয়ার রূপ	৬৪
বাদল-দিনে	৬৬
কার বাঁশি বাজিল ?	৬৮
অ-কেজোর গান	৬৯
স্তব্ধ বাদল	৭০
চাঁদ-মুকুর	৭২
চির-চেনা	৭৩
পাহাড়ী গান	৭৪
অমর কানন	৭৫
পূবেব হাওয়া (ঝড় : পূর্ব তরঙ্গ)	৭৭
আলতা-স্মৃতি	৮৬
• রৌদ্র স্বপ্নের গান	৮৮
গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি	৯১

## বিজয়িনী

হে মোর রানী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে ।  
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে ।

আমার সমর-জয়ী অমর তরবারি  
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,  
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,  
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ॥

ওগো জীবন-দেবি!  
আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল,  
আজ বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল।

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রখের চূড়ে  
বিজয়িনী! নীলাশ্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,  
যত তৃণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,  
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে ॥

কুশিলা  
অক্টোবর, ১৩২৮

More PDF: [MyMahbub.com](http://MyMahbub.com)

## कमल-कांटा

আজকে দেখি হিংসা-মদের মস্ত বারণ-রণে  
জাগছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে।

উঠল কখন ভীম কোলাহল,  
আমার বুকের রক্ত-কমল  
কে ছিঁড়িল- বাঁধ-ভরা জল

শুধায় ক্ষণে ক্ষণে ।

ঢেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আনমনে ।

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!  
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি।

### আসবে কি আর পথিক-বালা?

পরবে আমার মুণাল-মালা?

## আমার জলজ-কাঁটার ছালা

জলবে মোরই মনে :

ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধবে কে কহণে ?

কলিকাতা  
আশ্বিন, ১৩৩১

## চৈতী হাওয়া

১

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে - পাইনি খুঁজে আর,  
আজকে তোমার আমার মাঝে সন্ত পারাবার!  
আজকে তোমার জন্মদিন -  
স্বরণ-বেলায় নিদ্রাহীন  
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে-বাওয়ার অকূল অন্ধকার!  
এই সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া হার!

২

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,  
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যাধার নীলোৎপল?  
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,  
নিটোল ঢেউএর ভাঙলে বুক,-  
কোন্ পূজারী নিল ছিড়ে? ছিন্ন তোমার দল  
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার কোন্ সে পাষণ-তল?

৩

অন্ত-খেয়ার হারামানিক-বোঝাই করা না'  
আসুছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ।  
ঘাটে আমি রই ব'সে,  
আমার মানিক কই গো সে?  
পারাপারের ঢেউ-দোলানী হান্ছে বুকে ঘা!  
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা!

৪

বইছে আবার চৈতী হাওয়া, গুম্বরে ওঠে মন,  
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন।  
তেমনি আবার মহুয়া-মউ  
মৌমাছীদের কৃষ্ণা-বউ  
পান ক'রে ওই ঢুলুছে নেশায় ঢুলুছে মহল-বন!  
ফুল-সৌখিন্ দখিন-হাওয়ায় কানন উচাটন!

৫

পড়ুছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই,  
মধুপ দেখে বাদের শাখা আগ্নি যেত নুই।  
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,  
গোলাব হ'য়ে ফুটত গাল!  
ধলুকমলী আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই।  
বকুল-শাখা ব্যাকুল হ'ত, টলমলাত ভুঁই!

৬

চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর,  
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর!  
ভুঁই-তারকা সুন্দরী  
সজনে ফুলের দল ঝরি'  
খোপা খোপা লাজ ছড়াত দোলন-খোঁপার 'পর,  
ঝাঁজাল হাওয়ার বাজুত উদাস মাছুরান্নার বর!

৭

পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ  
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!  
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই,  
বলতে, 'আমি অমনি চাই!'



ঝোঁপায় দিতাম চাঁপা তুঁজে, চোঁটে দিতাম মউ!  
হিজল শাখায় ডাক্ত পাখি “বউ গো কথা কও!”

৮

ডাক্ত ডাহক জল-পায়রা নাচত ভরা বিল,  
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আসুমনে গাঙ্ক-চিল!  
হঠাৎ জলে রাখতে পা,  
কাজলা দীঘির শিউরে’ গা—  
কাঁটা দিয়ে ওঠত মৃগাল ফুটত কমল-বিল।  
ভাগর চোখে লাগত তোমার সাগর-দীঘির নীল।

৯

উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়,  
ঘুম জড়াল ঘুম্তী নদীর ঘুমুর-পরা পায়!  
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,  
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,  
ঝাউ-এর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে, হায়!  
মাঠের বাঁশি বন-উদাসী ভীমপলাশী গায়!

১০

বউল আজি বাউল হ’ল, আমরা তফাতে।  
আম-মুকুলের গুঁজি-কাঠি দাও কি ঝোঁপাতে?  
ডাবের শীতল জল দিয়ে  
মুখ মাজ কি আর গ্রিয়ে?  
প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে  
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে?

১১

বউল ঝ’রে ফলেছে আজ খোলো খোলো আম,  
রসের-পীড়ায়-টস্টসে-বুক ঝুঁছে গোলাবজাম।

কামরাজা রাঙল ফের  
পীড়ন পেতে ঐ মুখের  
স্মরণ করে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম-  
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায়, কে দেবে দাম!

১২

করেছিলাম চাউনি চমন নয়ন হ'তে তোর,  
ভেবেছিলুম গাঁথব মালা- পাইনে খুঁজে ডোর।  
সেই চাহনি নীল-কমল  
ভ'রল আমার মানস-জল,  
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম-মূলে মোর  
বন্ধে আমার দুলে আঁখির সাতনরী-হার লোর।

১৩

তরী আমার কোন কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,  
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কমলা নেবুর ফুল।  
পাহাড়তলীর শাল্বনায়  
বিষের মত নীল ঘনায়।

সাঁঝ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার-চাঁদ-ইহুদী-দুল!  
হায় গো, আমার ভিন্ গায়ে আজ পথ হয়েছে ভুল!

১৪

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,  
কেন্দে কিরে যায় যে চৈত-তোমার দেখা নেই!  
কণ্ঠে কান্দে একটি স্বর -  
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর?  
তেমনি করে জাগুঁ কি রাত আমার আশাতেই?  
কুড়িয়ে-পাওয়া-বেলায় খুঁজি হারিয়ে-বাওয়া খেই।

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',  
 এই তরীতে হয়ত তোমার পড়বে রাজা পা ।  
 আবার তোমার সুখ-হৌঁওয়ায়  
 আকুল দোলা লাগবে নায়,  
 এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,  
 পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না' ॥

হুসি  
 জৈ, ১৩৩১

www.banglainternet.com

More PDF: MyMahbub.com

## বেদনা-অভিমান

ওর আমার বুকের বেদনা!  
ঝঞ্ঝা-কাতর নিশীথ রাতের কপোত সম রে  
আকুল এমন কাদন কৈদো না ।

কখন সে কার ভুবন-ভরা ভালোবাসা হেলায় হারালি,  
তাই তো রে আজ এড়িয়ে চলে সকল স্নেহে পথে দাঁড়ালি ।  
ভিজে ওঠে চোখের পাতা তোর,  
একটি কথায়- অভিমানী মোর!  
ডুকরে কাদিস্ বাঁধন-হারা, 'ওগো, আমার বাঁধন বেঁধ না' ।

বাঁধন গৃহের সইল না তোর,  
তাই বলে কি মায়াও ঘরের ডাক দেবে না তোকে?  
অভিমানী গৃহ-হারা রে!

চললে একা মরুর পথেও  
সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাক্বে নত চোখে,  
ডাক্বে বধু সঙ্ঘাতারা যে।

জানি ওরে, এড়িয়ে যারে চলিস তারেই পেতে চলিস পথে ।  
জোর ক'রে কেউ বাঁধে না তাই বুক ফুলিয়ে চলিস বিজয়-রথে ।

ওর কঠিন! শিরীষ-কোমল তুই!  
মর্মর তোর মর্মে ছাপা বেল কামিনী যুঁই!  
বুক-পোরা তোর ভালবাসা, মুখে মিছে বলিস্ 'সেধো না'।  
আমার বুকের বেদনা ॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা  
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

[www.banglainternet.com](http://www.banglainternet.com)

More PDF: [MyMahbub.com](http://MyMahbub.com)

## নিশীথ-প্রীতম্

হে মোর প্রিয়,

হে মোর নিশীথ-রাতের গোপন সাথী!

মোদের দুইজনারেই জনম ভ'রে কাদতে হবে গো-  
শুধু এমনি ক'রে সুদূর থেকে, একলা জেগে রাতি ॥

যখন ভুবন-ছাওয়া আঁচল পেতে নিশীথ যাবে ঘুম,  
আকাশ বাতাস ধম্মধমাবে, সব হবে নিব্বন্ধম,

তখন দেবো দুঁহু দৌহার চিঠির নাম-সহিতে চুম!

আর কাঁপবে শুধু গো,

মোদের তরুণ বৃকের করুণ কথা আর শিয়রে বাতি ॥

মোরা কে যে কত ভালোবাসি কোনদিনই হবে না তা বলা,

কভু সাহস ক'রে চিঠির বৃকেও আঁকবো না সে কথা;

শুধু কইতে-নারার প্রাণ-পোড়ানি রইবে দৌহার ভরে বৃকের তলা।

শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকার -

বৃকের তলায় জড়িয়ে রাখার

ব্যাকুল কাঁপন নীরব কেঁদে কইব কি ত'র ব্যথা!

কভু কি কথা সে কইতে গিয়ে হঠাৎ যাব থেমে,

অভিमानে চারটি চোখেই আসবে বাদল নেমে!

কথা চুমুর তৃষার কাঁপবে অধর, উঠবে কপাল ঘেমে!

হেথা পূরবেনাক ভালোবাসার আশা অভাগিনী,

তাই দল্বে বলে' কল্জে খানা রইনু পথে পাতি ॥

কুমিল্লা

অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

## অ-বেলায়

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাটলো যামিনী ।  
অবেলাতেই পড়লো ঝরে কোলের কামিনী-  
ও সে শিখিল কামিনী ।

খেলার জীবন কাটিয়ে হেলায়  
দিন না যেতেই সন্ধ্যা বেলায়  
মলিন হেসে চড়লো ভেলায়  
মরণ-গামিনী ।

আহা একটু আগে তোমার দ্বারে কেন নামিনি!  
আমার অভিমানিনী ।

ঝরঝর আগে যে কুসুমে দেখেও দেখি নাই,  
ও যে বৃথাই হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল, ছোট বকের একটু সুরভি  
আজ তারি সেই শুকনো কাঁটা বিধছে বুকে ভাই -  
আহা সেই সুরভি আকাশ কাঁদায় ব্যথায় যেন সাঁঝের পূরবী ।  
জানলে না সে ব্যথাহতা  
পাষণ-হিয়ার গোপন কথা,  
বাজের বুকেও কত ব্যথা  
কত দামিনী!

আমার বকের তলায় রইল জমা গো -  
না-কওয়া সে অনেক দিনের অনেক কাহিনী ।  
আহা ডাক দিলি তুই যখন, তখন কেন থামিনি!  
আমার অভিমানিনী ।

## হার-মানা-হার

তোরা কোথা হ'তে কেমনে এসে  
মণি-মালার মত আমার কণ্ঠে জড়ালি!  
আমার পথিক-জীবন এমন ক'রে  
ঘরের মায়ায় মুগ্ধ ক'রে বাঁধন পরালি ॥

আমায় বাঁধতে যারা এসেছিল গরব ক'রে হেসে  
তারার হার মেনে হায় বিদায় নিল কেঁদে,  
তোরা কেমন ক'রে ছোট্ট বুকের একটু ভালোবেসে  
এ কচি বাছুর রেশমি ডোরে ফেল্লি আমায় বেঁধে ।  
তোরা চলতে গেলে পায়ে জড়াসু,  
'না' 'না' বলে ঘাড়টি নড়াসু,  
কেন ঘর-ছাড়াকে এমন ক'রে  
ঘরের সুখা মেহের সুখা মনে পড়ালি ॥

ওরে চোখে তোদের জল আসে না-  
চমকে' ওঠে আকাশ তোদের  
চোখের মুখের চপল হাসিতে ।  
এ হাসিই ত মোর ফাঁসি হল,  
ওকে ছিড়তে গেলে বুকে লাগে,  
কাতর কাদন ছাপা যে ও হাসির রাশিতে!  
আমি চাইলে বিদায় বলিস, উঁহু,  
ছাড়ব না কো মোরা',



ঐ একটু মুখের ছোট্ট মানাই এড়িয়ে যেতে নারি ।  
কত দেশ-বিদেশের কান্না-হাসির  
বাঁধন-ছেঁড়ার দাগ যে বুকে পোরা;  
তোরা বস্‌লি রে সেই বুক জুড়ে আজ,  
চিরজয়ীর রথটি নিলি কাড়ি' ।  
ওরে দরদীরা! তোদের দরদ  
শীতের বুকে আন্‌লে শরৎ,  
তোরা ঈষৎ হোঁয়ায় পাখরকে আজ  
কাতর ক'রে অশ্রুভরা ব্যাধায় ভরালি ৷

দৌলতপুর, কুমিল্লা  
বেশাখ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

More PDF: MyMahbub.com

## লক্ষীছাড়া

আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন ।  
শেষে সে-ই আমারে কাঁদায়, যারে করি আপনারি জন ॥

দূর হ'তে মোর বাঁশির সুরে  
পথিক-বালার নয়ন ঝরে,  
তার ব্যথায়-ভরাট ভালোবাসা হৃদয় পুরে গো ।  
তারে যেমনি টানি পরান-পুটে  
অমনি সে হায় বিষিয়ে উঠে  
তখন হারিয়ে তারে কেঁদে ফিরে সঙ্গীহারী পথটি আবার নিজেন ॥

মুখা ওদের নেই কোন দোষ, আমিই ওগো ধরা দিয়ে মরি,  
শ্রম-পিয়াসী প্রণয়-ভুখা শাস্ত্রত যে আমিই তৃপ্তিহারী;  
ঘর-বাসীদের প্রাণ যে কাঁদে  
পর-বাসীদের পথের ব্যথা স্মরি',  
তাই ত তারা এই উপোসীর ওঠে ধরে ক্ষীরের থালা,  
শান্তি-বারি-ধারা।

ঘরকে পথের বহি-ঘাতে  
দখ করি আমার সাথে,  
লক্ষী ঘরের পলায় উড়ে' এই সে শনির দৃষ্টিপাতে গো!  
জানি আমি লক্ষীছাড়া  
বারুণ আমার উঠান মাড়া,

আমি      তবু কেন সজ্জল চোখে ঘরের পানে চাই?  
                 নিজেই কি তা জানি আমি ভাই ?  
হায়      পরকে কেন আপন করে বেদন পাওয়া,  
                 পথেই যাহার কাটবে জীবন বিজন?  
আর      কেউ হবে না আপন যখন, সব হারিয়ে চলতে হবে  
                 পথটি আমার নিজন!  
আমি      নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন ॥

কলিকাতা  
ভাদ্র, ১৩২৮

## শেষের গান

আমার বিদায়-রথের চাকার ধ্বনি ঐ গো এবার কানে আসে ।  
পূবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউএর বনে দীঘল স্বাসে ॥

ব্যথায় বিবশ গুলঞ্চ ফুল  
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,  
মাটির মায়ের কোলের মায়া ওগো আমার প্রাণ উদাসে ॥

অঙ্গ আসে অলস হয়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে,  
স্বপন-পারের বিদেশিনীর হিম-ছৌওয়া যায় নয়ন চুমে ।

হাতছানি দেয় অনাগতা,  
আকাশ-ডোবা বিদায়-ব্যথা  
লুটায় আমার ভুবন ভরি' বাঁধন-ছেঁড়ার কাঁদন-ত্রাসে ॥

মোর বেদনার কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিম্বলয়ে  
বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারায় ভয়ে ।  
হারিয়ে-পাওয়া মানসী হায়  
নয়ন-জলে শয়ন তিতায়,  
ওগো, এ কোন্ যাদুর মায়ায় দু'চোখ আমার জলে ভাসে ॥

আজ আকাশ-সীমায় শব্দ জনি অচিন পায়ের আসা-যাওয়ার,  
তাই মনে হয় এই যেন শেষ আমার অনেক দাবি-দাওয়ার ।

আজ কেহ নাই পথের সাথী,

সামনে শুধু নিবিড় রাত্তি,

আমায় দূরের বাঁশি ডাক দিয়েছে, রাখবে কে আর বাঁধন-পাশে ॥

## নিরুদ্দেশের যাত্রী

নিরুদ্দেশের পথে সেদিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল শুরু,  
নিবিড় সে কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ-বুক কাঁপলো দুরু-দুরু ॥

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অমনি মুহূর্তে  
ঘড়ছাড়া ডাক করলে শুরু অধির বিদায়-কুহ -  
উহ উহ উহ!

হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,  
অমনি বাঁধে ধরলো ভাঙন,  
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঁড়ন -  
খুঁজে বেড়াই কোন্ আঙনে কাঁকন বাজে গো!  
বেরিয়ে দেখি ছুটছে কেঁদে বাদুলী হাওয়া হ হ!  
মাথার উপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,

দেয়ার গুরু-গুরু ॥

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে! কোথায় গিয়,  
কোথায় নিরুদ্দেশ?  
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপটা মারে নিশীথ-মেঘের  
আকুল চাঁচর কেশ ।

'ভাল-বনা'তে ঝঞ্ঝা তাতৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজ্জে তুরী,  
মেখলা ছিঁড়ি পাগলী মেয়ে বিজুলী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি'  
ঘুরি ঘুরি ঘুরি  
ও সে সকল আকাশ জুড়ি'!

## নিরুদ্দেশের যাত্রী

নিরুদ্দেশের পথে সেদিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল শুরু,  
নিবিড় সে কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ-বুক কাঁপলো দুরু-দুরু ॥

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অমনি মুহূর্ত  
ঘড়ছাড়া ডাক করলে শুরু অধির বিদায়-কুহ -  
উহ উহ উহ!

হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,  
অমনি বাঁধে ধরলো ভাঙন,  
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঁড়ন -  
খুঁজে বেড়াই কোন্ আঙনে কাঁকন বাজে গো!  
বেরিয়ে দেখি ছুটছে কেঁদে বাদলী হাওয়া হ হ!  
মাথার উপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,

দেয়ার গুরু-গুরু ॥

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে! কোথায় গিয়,  
কোথায় নিরুদ্দেশ?  
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপটা মারে নিশীথ-মেঘের  
আকুল চাঁচর কেশ ।

'ভাল-বনা'তে ঝঞ্ঝা তাতৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজ্জে তুরী,  
মেখলা ছিঁড়ি পাগলী মেয়ে বিজলী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি'  
ঘুরি ঘুরি ঘুরি  
ও সে সকল আকাশ জুড়ি'!

থাম্‌ল বাদল রাতের কাঁদা,  
হাস্‌লো, আমার টুট্‌লো ধাঁধা,  
হঠাৎ ও কা'র নূপুর জ্বনি গো?  
থাম্‌লো নূপুর, ভোরের তারা বিদায় নিল ঝুরি' ।  
আমি এখন চলি সাঁঝের বধু সন্ধ্যাতারার চলার পথ গো!  
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু-ঝুরু ॥

কলিকাতা  
জুন, ১৩২৭

## চিরন্তনী প্রিয়া

এস এস এস আমার চির পুরানো!  
বুক জুড়ে আজ বসবে এস হৃদয়-জুড়ানো!  
আমার চির পুরানো!

পথ-বিপথে কতই আমায় নিত্য-নূতন বাঁধন এসে যাচে,  
কাছে এসেই অমনি তা'রা পুড়ে মরে আমার আগুন-আঁচে ।  
তা'রা এসে ভালবাসার আশায়  
একটুকুতেই কেঁদে ভাসায়,  
ভীষ্ম তাদের ভালবাসা কেঁদেই ফুরানো ।  
বিজয়িনী চিরন্তনী মোর!  
একা তুমিই হাস বিজয়-হাসি! দীপ দেখিয়ে পথে ঘুরানো ॥

তুমি যেদিন মুক্তি দিলে হেসে বাঁধন কাটলে আপন হাতে,  
শ্রম-গরবী আপন শ্রমের জোরে,  
জানতে, আমায় সহাবে না কেউ বইবে না ভার,  
হার মেনে সে আসতে হবে আবার তোমার দোরে ।

গরবিনী! গর্ব করে এই কপালে লিখলে জয়ের টিকা,  
“চঞ্চল এই বাঁধন-হারায় বাঁধতে পারে এক এ সাহসিকা!”

প্রিয়! তাই কি আমার ভালবাসা  
সবাই বলে সর্বনাশা,  
এই ধূমকেতু মোর আগুন-ছোঁওয়া বিশ্ব-পোড়ানো?  
সর্বনাশী চপল প্রিয়া মোর!  
তবে অভিশাপের বৃকে তুমিই হাসবে এস  
নয়ন-ঝুরানো ॥

কলিকতা  
ভাদ্র, ১৩২৮



## বেদনা-মণি

একটি শুধু বেদনা-মানিক আমার মনের মণি-কোঠায়,  
সেই ত আমার বিজ্ঞান ঘরে দুঃখ-রাতের আঁধার টুটায় ।

সেই মানিকের রক্ত আলো  
ভুলালো মোর মন ভুলালো গো ।  
সেই মানিকের করুণ কিরণ আমার বুকে মুখে লুটায় ।

আজ রিক্ত আমি কান্না হাসির দাবি-দাওয়ার বাঁধন ছিড়ে,  
ঐ বেদনা-মণির শিখার মায়াই রইল একা জীবন ঘিরে ।  
এ কাল ফণী অনেক খুঁজি  
পেয়েছে ঐ একটি পুঁজি গো ।

আমার চোখের জ্বলে ঐ মণি-দীপ আন্তন-হাসির ফিনিক ফোটায় ।

কলিকাতা

ভদ্র, ১৩২৮

www.banglainternet.com

## পরশ-পূজা

আমি এদেশ হ'তে বিদায় যেদিন নেবো প্রিয়তম,  
আর কাঁদবে এ-বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম,  
তখন মুকুর-পাশে একলা গেছে  
আমারি এই সকল দেহে  
চুম্বো আমি চুম্বো নিজেই অসীম স্নেহে গো,  
আহা পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম ।

তখন তুমি নাই বা প্রিয় নাই বা র'লে কাছে ।  
জানব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো  
তোমার বাহুর বুকের শরম-ছোঁওয়ার কাঁপন লেগে আছে ।  
তখন নাই বা আমার রইল মনে  
কোনুখানে মোর দেহের বনে  
জড়িয়ে দিলে লতার মতন আলিঙ্গনে গো,  
আমি চুমোয় চুমোয় ডুবাবো এই সকল দেহ মম,  
এদেশ হ'তে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম ।

কুমিয়া  
আবাহ, ১৩২৮

## অনাদৃত

ওরে অভিমানিনী!  
এমন ক'রে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।

পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দু'দিন এসেছিলি'  
সকল-সহা! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি।  
হেলায় বিদায় দিনু যারে  
ভেবেছিঁনু ভুলবো তা'রে, হায়!  
ভোলা কি তা যায়?

ওরে হারা-মণি! এখন কাঁদি দিবস-যামিনী।

অভাগীয়ে! হাস্তে এসে কাঁদিয়ে গেলি,  
নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,  
ব্যথা দেওয়ার ছলে নিজেই সইলি ব্যথা রে,  
বুকে সেই কথাটাই কাঁটার মতন বেঁধে!

যাবার দিনে স্নোপন ব্যথা বিদায়-বাঁশির সুরে  
কইতে গিয়ে উঠলো দু'চোখ নয়ন-জলে পুরে!  
না-কওয়া তোর সেই সে বাণী,  
সেই হাসি-গান সেই মু'খানি, হায়!  
আজো খুঁজি সকল ঠাই।  
তোরে যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনিনি?  
ওরে অভিমানিনী!

দৌলতপুর, কুমিল্লা  
বেশাখ, ১৩২৮

## শায়ক-বেঁধা পাখি

রে নীড়-হারা, কচি-বুকে শায়ক-বেঁধা পাখি!  
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে?  
চোখের জলে অন্ধ আঁখি, কিছুই দেখি না যে!  
ওরে মানিক! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে -

তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বন্ধপুটে ঢাকি'।  
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!  
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

বন্ধে বিধে বিষ-মাখানো শর,  
পথ-ভোলা রে! লুটিয়ে প'লি এ কা'র বুকের পর?  
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর?

তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি?  
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!  
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হায়, এ কোথায় শান্তি খুঁজিস্ তোর ?  
ডাকছে দেয়া, হাঁকছে হাওয়া, কাঁপছে কুটির মোর!  
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,

দুঃখ-রাতের অসীম রোদন বন্ধে থাকি' থাকি'!  
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!  
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে  
‘মা’ ‘মা’ ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে!  
মানিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে,  
ওরে তাই ত ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি!  
ওরে আমার হারামণি! ওরে আমার পাখি!  
কেমন ক’রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?  
হারিয়ে-পাওয়া ওরে আমার মানিক!  
দেখেই তোরে চিনেছি, আয় বক্ষে ধরি খানিক!  
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,  
ওরে হারার ভয়ে ফেলতে পারে চীরকালের মা কি?  
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!  
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,  
তুই ত আমার ন’স রে অতিথি অতীত কালের কেহ,  
বারেবারে নাম হারায় এসেছিস এই গেহ!  
এই মায়ের বুকে থাক যাদু তোর য’দিন আছে বাকি!  
প্রাণের আড়াল করতে পারে সৃজন দিনের মা কি?  
হারিয়ে যাওয়া? ওরে পাগল, সে ত চোখের ফাঁকি!

হুমিলা  
জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯

## হারা-মণি

এমন ক'রে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালি!  
কে রে ও তুই কে রে? আঁহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা স্বরে রে,  
আমার ডাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের' পরে রে,  
এ কোন্ পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ডাঙালি!

কোন জননীর দুলাল রে তুই কোন্ অভাগীর হারা-মণি,  
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে,  
আঁহা ছল ছল কান্দন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া  
সারাখনই উছলে যেন পিছল ননী রে!  
মুখ-ভরা তোর ঝর্ণা-হাসি  
শিউলি সম রাশি রাশি

আমার মলিন ঘরের বুকে-মুখে লুটায় আসি'রে!  
বুক-জোড়া তোর ক্ষুদ্র স্নেহ ঘারে ঘারে কর হেনে যে যায়,  
কেউ কি তোরে ডাক দিল না? ডাকলো যারা তাদের কেন  
দ'লে এলি পায়?

কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন  
ধমকে দাঁড়ালি?

এমন চমকে আমার চমক লাগালি?  
এই কি রে তোর চেনা গৃহ, এই কি রে তোর চাওয়া স্নেহ, হায়!  
তাই কি রে আমার দুখের কুটির হাসির গানের রঙে রাঙালি?  
হে মোর স্নেহের কাঙালি ॥

এ সুর যেন বড়ই চেনা, এ স্বর যেন আমার বাছার,  
কখন সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছি, হয় না মনে রে!

না চিনেই আজ তোকে চিনি, আমারি সে বুকের মানিক,  
পথ ভুলে তুই পালিয়ে ছিলি সে কোন্ ক্ষণে সে কোন্ বনে রে!

দুই ওরে চপল ওরে, অভিমानी শিশু!

মনে কি তোর পড়ে না তার কিছু?

সেই অবধি যাদুমণি কত শত জনম ধ'রে

দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে রে,

আমি মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের

মা হয়ে বাপ খুঁজছি তোরে!

দেখা দিলি আজকে ভোরে রে!

উঠছে বুকে হাহা ধনি

আয় বুকে মোর হারা-মণি,

আমি কত জনম দেখিনি যে এ মু'খানি রে!

পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে ধরার মায়াও নহে এ,

তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন ক'রে বিশ্ব-মায়ের

ফাঁদ পেতেছি যে!

আচম্কা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা-স্নেহে হঠাৎ জাগালি।

গৃহ-হারা বাছা আমার রে!

চিন্‌লি কি তুই হারা-মায়ে চিন্‌লি কি তুই আজ?

আজকে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান

তাই কি টাঙালি?

মোর স্নেহের কাঙালি।

সৌলতপুর, কুমিল্লা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

## নীল পরী

ঐ সর্ষে ফুলে লুটালো কার  
হলুদ-রাজা উত্তরী  
উত্তরী-বায় গো-  
ঐ আকাশ-গাঙে পাল তুলে যায়  
নীল সে পরীর দূর তরী ।  
তার অবুঝ বীণার সবুজ সুরে  
মাঠের নাটে পুলক পুরে,  
ঐ গহন বনের পথটি ঘুরে  
আসছে দূরে কচিপাতা দূত গরি ।

মাঠ-ঘাট তার উদাস চাওয়ায়  
হতাশ কান্দে গগন মগন  
বেগুর বনে কাঁপতে গো তার  
দীঘল শ্বাসের রেশটি সঘন ।

তার বেতস-লতায় লুটায় তনু,  
দিগন্তরে ভুরুষ ধনু,  
সে পাকা ধানের হীরক-রেণু  
নীল নলিনীর নীলিম -অণু  
মেখেছে-মুখ-বুক ভরি ।



## স্নেহ-ভীতু

ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী নাম্নো আমার সাহায্য ?  
বক্ষে কাঁদার বান ডেকেছে, আজ হিয়া কূল না হারায় !  
কণ্ঠে চেপে শুষ্ক তৃষা  
মরুর সে পথ তপ্ত সীসা,  
চলতে একা পাইনি দিশা ভাই;  
বন্ধ নিশ্বাস-একটু বাতাস!  
এক ফোঁটা জল জ্বর-মিশা! -  
মিথ্যা আশা, নাই সে নিশানাই!  
হঠাৎ ও কার ছায়ার মায় রে ?-  
যেন ডাক-নামে আজ গাল-ভরা ডাক ডাকছে কে ঐ মা-হারায়!

লক্ষ যুগের বন্ধ-ছাপা তুহিন হ'য়ে যে ব্যথা আর কথা ছিল ঘুমা,  
কে সে ব্যথায় বুলায় পরশ রে ?-  
ওরে গলায় তুহিন কাহার কিরণ-তপ্ত সোহাগ-চুমা ?  
ওরে ও ভূত, লক্ষ্মী-ছাড়া,  
হতভাগা বান্ধন-হারা!  
কোথায় ছুটিস! একটু দাঁড়া, হায়!  
ঐ ত তোরে ডাক্তে স্নেহ,  
হাতছানি দেয় ঐ ত গেহ,-  
কাঁদিস্ কেন পাগল-পরা তায় ?  
এত ডুক্রে কিসের তিক্ত কাঁদন তোর ?  
অভিমানি ! মুখ ফেরা দেখ্ যা পেয়েছিস্ তা'ও হারায়!  
হায়, বুঝবে কে যে স্নেহের ছোঁয়ায় আমার বাণী রা হারায় ॥

## পলাতকা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছি স্ ওরে চখা ?  
ওরে আমার পলাতকা!

তোর প'ড়লো মনে কোন্ হারা ঘর,  
স্বপন-পারের কোন্ অলকা ?  
ওরে আমার পলাতকা !

তোর জল ভ'রেছে চপল চোখে,  
বল্ কোন্ হারা-মা ডাকলো তোকে রে ?  
ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়  
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায় -

উতল পাগল! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে ?  
যেন বুক-ভরা ও গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, “আয়,  
ওরে আয় আয় আয়,  
কোলে আয় রে আমার দুই খোকা!

ওরে আমার পলাতকা!”

দখিন হাওয়ায় বনের কাঁপনে-  
দুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর  
ডাক দিয়েছে আজ ?  
এত দিনে চিনিলি কি রে পর ও আপনে!  
নিশিভোরেই তাই কি আমার নামলো ঘরে সাঁঝ!

ধানের শীষে, শ্যামার শিসে-  
ষাদুমণি! বল্‌সে কিসে রে,

তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন!  
চোখ-ভরা তোর উছলে কাঁদন রে!  
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে !  
যেন আচম্কা কোন্ শশক-শিশু চম্কে ডাকে হায়,  
“ওরে আয় আয় আয়—  
আয় রে খোকন আয়,  
বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা!  
ওরে চপল পলাতকা” ॥

কলিকাতা  
শ্রাবণ, ১৩২৮

## চিরশিশু

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে ।  
কোন্ নামের আজ পল্লি কাঁকন, বাঁধন-হারার কোন্ কারা এ ॥

আমার মনের মতন ক'রে  
কোন্ নামে বল্ ডাকব তোরে!  
পথ-ডোলা তুই এই সে ঘরে  
ছিলি ওরে এলি ওরে  
বারেবারে নাম হারায়ে ॥

ওরে যাদু, ওরে মানিক আঁধার ঘরের রতন-মণি!  
ক্ষুধিত ঘর ভরলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী!

আজ যে শুধু নিবিড় সুখে  
কান্না-সায়র উথলে বুকে,  
নতুন নামে ডাকতে তোকে

ওরে ও কে কষ্ট রুখে  
ওঠছে কেন মন ভারায়ে ।

অস্ত হ'তে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে ॥

কলিকাতা  
ফাল্গুন, ১৩২৭

## মানস-বধু

যেমন ছাঁচি পানের কপি পাতা প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায়,  
ঠোট দুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অম্নি নোয়ায়

জল-ছল-ছল উড়ু-উড়ু চঞ্চল তার আঁখির তারা,  
কখন বুঝি দেবে ফাঁকি সুদূর পথিক-পাখির পারা,  
নিবিড় নয়ন-পাতার কোলে,  
গভীর ব্যথার ছায়া দোলে,  
মলিন চাওয়া ছাওয়া যেন দূরের সে কোন্ সবুজ ধোঁয়ায় ॥

সিঁথির বীথির খঁসে-পড়া কপোল-ছাওয়া চপল অলক  
পলক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক ।  
পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,  
মুখ মুছে যায় সন্ধ্যা এসে,  
বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোয়ায় ॥

দীঘল শ্বাসের বাউল বাজে নাসার সে তার যোড়-বাঁশিতে  
পান্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোট-চাপা তার চোর হাসি সে ।  
মান তার লাল গালের লালিম,  
রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম,  
গাগরী ব্যথার ডুবায় কে তার টোল-খাওয়া গাল-চিবুক-কুঁয়ায় ॥

চায় যেন সে শরম-শাড়ির ঘোমটা চিরি' পাতা ফুঁড়ি',  
আধ-ফোঁটা বৌ মউল-বউল, বোলতা-ব্যাকুল বকুল-কুঁড়ি',

বোল্-ভোলা তোর কাঁকন্ চুড়ি  
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি,  
দু'চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায় ॥  
বুকের কাঁপন হতাশ-ভরা, বাহুর বাঁধন কাঁদন-মাথা,  
নিচোল বুকের কাঁচল আঁচল স্বপন-পারের পরীর পাখা ।  
খেয়াপারের ভেসে-আসা  
গীতির মত পায়ের ভাষা,  
চরণ-চুমায় শিউরে পুলক হিম-ভেজা দুধ-ঘাসের রোঁয়ায় ॥

সে যেন কোন্ দূরের মেয়ে আমার কবি-মানস-বধু;  
বুক-পোরা আর মুখ-ভরা তার পিছলে পড়ে ব্যথার মধু ।  
নিশীথ-রাতের স্বপন হেন,  
পেয়েও তারে পাইনি যেন,  
মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদন-ভরা চুমায় চুমায় ।  
নাম-হারা সেই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোঁয়ায় ॥

## দহন-মালা

হায় অভাগী! আমায় দেবে তোমার মোহন মালা ?  
বদল দিয়ে মালা, নেবে আমার দহন-জ্বালা ?  
কোন ঘরে আজ প্রদীপ জ্বলে  
ঘর-ছাড়াকে সাধতে এলে  
গগন-ঘন শান্তি মেলে, হায়!  
দু'হাত পূরে আনলে ও কি সোহাগ-স্বীরের থালা  
আহা দুখের বরণ ডালা ?  
পথ-হারা এই লক্ষ্মীছাড়ার  
পথের ব্যথা পারবে নিতে ? করবে বহন, বালা ?

লক্ষ্মীমণি! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি,  
দু'চোখ আমার নয়নজলে পূরে,  
বুক ফেটে যায় তুব এ-হার ছিঁড়তে নাহি পারি,  
ব্যথাও দিতে নারি, নারী! তাই যেতে চাই দূরে।

ডাকতে তোমায় প্রিয়তমা  
দু'হাত জুড়ে চাইছি ক্ষমা,  
চাইছি ক্ষমা চাইছি ক্ষমা গো!

নয়ন-বাঁশির চাওয়ার সুরে  
বনের হরিণ বাঁধবে বৃথা লক্ষ্মী গহন-বালা ।  
কল্যাণী! হায় কেন্নে তোমায় দেবো  
যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন-গালা ॥

## বিদায়-বেলায়

তুমি      অমন ক'রে গো বারে-বারে জল-ছলছল চোখে চেয়ো না,  
   জল-ছলছল চোখে চেয়ো না ।

এ      কাতর-কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,  
   শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না ॥

হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,  
আজ্ঞো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না ।

এ      ব্যথাতুর আঁখি কান্দো-কান্দো মুখ  
   দেখি আর শুধু হহ করে বুক!  
   চলার তোমার বাকি পথটুক্ ।  
   পথিক! ওগো সুদূর পথের পথিক!

হায়      অমন ক'রে ও অকরণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ো না,  
   ওগো      আঁখির সলিলে ছেয়ো না ॥

দূরের পথিক! তুমি ভাব বুঝি

তব ব্যথা কেউ বোঝে না,

তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকী,

পথে ফেরে যারা পথ-হারা,

কোন      গৃহবাসী তা'রে খোঁজে না,

কোন      বৃকে ক্ষত হ'য়ে জাগে আজ্ঞো সেই ব্যথা-লেখা কি ?

দূরে      বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধু-ধু মাঠে পথিকে ?

এয়ে      মিছে অভিমান পরবাসী! দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতি কে ?



তবে জান কি তোমার বিদায়-কথায়  
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়  
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায় -  
পথিক! ওগো অভিমানী দূর-পথিক!  
কেহ ভালোবাসিল না ভেবে যেন আজো  
মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না,  
ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না।

দৌলতপুর, কুমিল্লা  
বৈশাখ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

## অকল্পণ পিয়া

আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায় বাঁশি,  
পথ-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি ॥

পথিক ব'লে পথের গেহ  
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,  
তাই দেখে তার দীর্ঘ-ভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি' ॥

তখন মোদের কিশোর বয়স যেদিন হঠাৎ টুটল বাঁধন,  
সেই হ'তে কার বিদায়-বেণুর জগৎ জুড়ে শুন্ছি কান্দন ।

সেই কিশোরীর হারা মায়া  
ভুবন ভ'রে নিল কায়া  
দুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি ॥

কলিকাতা  
শ্রাবণ, ১৩২৮

## ব্যথা-নিশীথ

এই নীরব নিশীথ রাতে  
গুধু জল আসে আঁখি-পাতে ।  
কেন কি কথা স্মরণে রাজে?  
বুকে কার হৃদায় বাজে?  
কোন্ ক্রন্দন হিয়া-মাঝে  
ওঠে গুমরি' ব্যর্থতাতে  
আর জল ভরে আঁখি-পাতে ॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা  
এই নিশীথে লুকাতে নারি ।  
তাই গোপনে একাকী শয়নে  
গুধু নয়নে উথলে বারি ।  
ছিল সেদিনো এমনি নিশা  
বুকে জেগেছিল শত তৃষা,  
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা  
ওই শিথিল শেফালিকাতে  
আর গুরবীর বেদনাতে ॥

কলিকাতা  
ফাল্গুন, ১৩২৭

## সন্ধ্যাতারা

ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা ?  
তোমার চোখের দৃষ্টি জাগে হারানো কোন্ মুখের পারা ॥

সাঁঝের প্রদীপ আঁচল ঝেঁপে  
বঁধুর পথে চাইতে বেঁকে  
চাউনিটি কার উঠছে কেঁপে  
রোজ সাঁঝে ভাই এমনি ধারা ॥

কার হারানো বধু তুমি অন্তপথে মৌন মুখে  
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে ।

এই যে নিতুই আসা-যাওয়া  
এমন করুণ মলিন চাওয়া,  
কার তরে হয় আকাশ-বধু  
তুমিও কি প্রিয়-হারা ॥

কলিকাতা  
কার্তিক, ১৩২৭

## দূরের বন্ধু

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন-পুরে  
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে ?  
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,  
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে ॥

তোমার বাঁশির উদাস কাদন  
শিথিল করে সকল বাঁধন  
কাজ হ'ল তাই পথিক-সাধন-  
খুঁজে-ফেরা পথ-বঁধুরে,  
ঘুরে ঘুরে দূরে দূরে ।

হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে একটুকুতেই হিংসা জাগে,  
তাই তো পথে হয় না থামা - তোমার ব্যথা বন্ধে লাগে!

বাঁধতে বাসা পথের পাশে  
তোমার চোখে কান্না আসে,  
উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে  
স্বাস ওঠে আর নয়ন বুঝে,  
বন্ধু তোমার সুরে সুরে ।

বরিশাল  
আখিন, ১৩২৭

## আশা

হয়ত তোমার পাব দেখা,  
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা ॥

ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,  
আলোর পথে, বিজন ঘাটে;  
হয়ত এসে মুচকি হেসে  
ধ'রবে আমার হাতটি একা ॥

ঐ নীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা তোমার চাওয়া,  
আন্লে খবর গোপন-দূতী দিক-পারের ঐ দখিন হাওয়া ॥

বনের ফাঁকে দুই তুমি  
আন্তে যাবে নয়না চুমি',  
সেই সে কথা লিখছে হেথা  
দিশ্বলয়ের অরুণ-লেখা ॥

বঙ্গিশাল  
আখিন, ১৩২৭

## মরমী

কোন মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে,  
জানি গো, সেও জানেই জানে।  
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,  
বুঝেছি তা প্রাণের টানে।

বাইরে বাঁধি মনকে যত  
ততই বাড়ে মর্ম-ক্ষত,  
মোর সে ক্ষত ব্যথার মত  
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,  
কে ক'য়ে যায় হিয়ার কানে।

উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,  
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অম্নি নামে কাজল-ছায়া।

দুইটি হিয়াই কেমন কেমন  
বন্ধ ভ্রমর পড়ে যেমন,  
হায়, অসহায় মুকের বেদন  
বাজলো শুধু সাঁঝের গানে,  
পুবের বায়ুর হতাশ তানে।

বঙ্গিশাল  
আখিন, ১৩২৭

## মুক্তি-বার

লক্ষ্মী আমার! তোমার পথে আজকে অভিসার ।  
অনেক দিনের পর পেয়েছি মুক্তি-রবিবার ।

দিনের পরে দিন গিয়েছে, হয়নি আমার ছুটি,  
বুকের ভিতর মৌন-কাঁদন পড়ত বৃথাই লুটি' ।  
আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া,  
লাগল চোখে তোমার চাওয়া,  
তাই ত প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার ।

তোমার বুকের তলায়  
অনেক দিনের অনেক কথা জমা,  
কানের কাছে মুখটি ধুয়ে  
গোপন সে সব কইব প্রিয়তমা ।

এবার শুধু কথায়-গানে রাত্রি হবে ভোর,  
শুকতারাতে কাঁপবে তোমার নয়ন-পাতার লোর ।  
তোমায় সেধে ডাক্বে বাঁশী,  
মলিন মুখে ফুট্বে হাসি,  
হিম-মুকুরে উঠ্বে ভাসি' করুণ ছবি তার ।



## আপন-পিয়াসী

আমার      আপনার চেয়ে আপন যে জন  
                  খুঁজি তারে আমি আপনায় ।  
আমি      শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি  
                  আমারি তিয়াসী বাসনায় ॥

আমারই মনের তৃষিত আকাশে  
কাঁদে সে চাতক আকুল গিয়াসে,  
কভু সে চকোর সুখ-চোর আসে  
নিশীথে স্বপনে জোছনায় ।

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,  
অশনি-আলোক হেরি তারে ধির-বিজুলী-উজল অভিরাম।

আমারই রচিত কাননে বসিয়া  
পরানু পিয়ারে মাগিকা রচিয়া,  
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া  
আপনারি গলে দোলে হায় ।

## বিবাগিনী

করেছ পথের ভিখারিনী মোরে কে গো সুন্দর সন্ন্যাসী ?  
কোন্ বিবাগীর মায়া-বনমাঝে বাজে ঘর-ছাড়া তব বাঁশি ?  
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী ॥

তব প্রেম-রাঙা ভাঙা জোছনা  
হের শিশির-অশ্রু-লোচনা,  
এ চলিয়াছে কাঁদি' বরষার নদী গৈরিক-রাঙা-বসনা ।  
ওগো প্রেম-মহাযোগী, তব প্রেম লাগি নিষিল বিবাগী পরবাসী !  
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী ॥

মম একা ঘরে নাথ দেখেছিঁনু তোমা ক্ষীণ দীপালোকে হীন করি',  
হেরি বাহির আলোকে অনন্ত লোকে এ কি রূপ তব মরি মরি !  
দিয়া বেদনার পরে বেদনা  
নাথ এ কি এ বিপুল চেতনা  
তুমি জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্ব দ্যোতনা ।  
ওগো নিষ্ঠুর মোর! অন্তঃ ও-রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি' ।  
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী ॥

## প্রতিবেশিনী

আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলতো নিতুই সকাল-সাঁঝে ।  
আর এ পথে চলবে না সে, সেই ব্যথা হয় বন্ধে বাজে ॥

আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুটতো লালী গালের টোলে,  
টলতো চরণ, চাউনি বিবশ, কাঁপতো নয়ন-পাতার কোলে ॥

কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলে গো!

কেউ কখনো কইনি কথা,

কেবল নিবিড় নীরবতা

সুর বাজাতো অনাহতা

গোপন মরম-বীণার মাঝে ॥

মুক পথের আজ বুক ফেটে যায় স্মরি' তারি পায়ের পরশ

বুক-খসা তার আঁচর-চুমু

রঙিন ধুলো পাংশু হ'ল, ঘাস শুকালো যেচে' বাচাল

ষোড়-পায়েরার কুমু-ঝুমু!

আজ্ঞো আমার কাটবে গো দিন রোজই যেমন কাটতো বেলা,

একলা ব'সে শূন্য ঘরে - তেমনি ঘাটে ভাস্বে ভেলা -

অবহেলা হেলা-ফেলায় গো!

শুধু সে আর তেমন ক'রে  
মন র'বে না নেশায় ড'রে  
আসার আশায় সে কার তরে  
সজাগ হ'য়ে সকল কাজে ।

ডুক্‌রে ক'াদে মন-কপোতী-  
'কোথায় সাথীর কুজন বাজে?  
সে-পা'র ভাষা কোথায় রাজে' ?

দেওঘর  
মাঘ, ১৩২৭

## দুপুর-অভিসার

যাস্ কোথা সই একলা ও' তুই অলস বৈশাখে ;  
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ;

সাঝ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দুকূল নাচায়ে  
পুকুর-পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে  
যাসনে একা হাবা ছুঁড়ি,  
অফুট জবা চাঁপা-কুঁড়ি তুই  
দ্যাখ্ রঙ থেকে তোর লাল গালে যায়  
দিগ্‌বধু ফাগ ধাবা ছুঁড়ি',  
পিক-বধু সব টিটকিরী দেয় বলবুলি চুমকুড়ি ॥  
ওলো বউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ঐ শাখে ॥

দুপুর বেলায় পুকুর গিয়ে একূল ওকূল গেল দু'কূল তোর,  
ঐ চেয়ে দ্যাখ্ পিয়াল-বনের দিয়াল ডিঙে এলো মুকূল-চোর ।  
সারঙ রাগে বাজায় বাঁশি নাম ধ'রে তোর ওই,  
রোদের বুকে লাগলো কাঁপন সুর শুনে ওর সই ।  
পলাশ অশোক শিমুল-ডালে  
বুলাস্ কি লো হিঙুল গালে তোর ?

আ'- আ' ম'লো যা! তাইতো হা দ্যাখ্,  
শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে  
পাগলী মেয়ে! রাগলি নাকি ? ছি ছি দুপুর-কালে  
বল্ কেমনে দিবি সরস অধর-পরশ সই তাকে ?

কলিকাতা  
ফাঙ্কন, ১৩২৭

## ছল-কুমারী

কত ছল ক'রে সে বারে বারে দেখতে আসে আমায় ।  
কত বিনা-কাজের কাজের ছলে চরণ দুটি  
আমার দোরেই থামায় ॥

জান্‌লা-আড়ে চিকের পাশে  
দাঁড়ায় এসে কিসের আশে,  
আমায় দেখেই সলাজ্ঞ ত্রাসে  
অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল গাল দুটিকে ঘামায় ॥

সবাই যখন ঘুমে মগন দুরু-দুরু বুকে তখন  
আমায় চুপে চুপে  
দেখতে এসেই মল বাজিয়ে দৌড়ে পলায়,  
রজ্জু খেলিয়ে চিবুক গালের কূপে!  
দোর দিয়ে মোর জলকে চলে  
কাঁকন হানে কলস-গলে!  
অমনি চোখাচোখি হ'লে  
চম্কে ভুঁয়ে নখটি ফোটায় চোখ দুটিকে নামায় ॥

সইরা হাসে দেখে তাহার দোর দিয়ে মোর  
নিতুই নিতুই কাজ-অকাজে হাঁটা,  
কব্বে কি ও ? রোজ যে হারায় আমার দোরেই  
শিথিল বেগীর দুষ্ট মাথায় কাঁটা!  
একে ওকে ডাকার ভানে  
আনমনা মোর মনটি টানে,

কি যে কথা সেই তা জানে  
ছল-কুমারী নানান্ ছলে আমারে সে জানায় ।  
পিঠ ফিরিয়ে আমার পানে দাঁড়ায় দূরে  
উদাস নয়ান যখন এলোকেশে,  
জানি তখন মনে মনে আমার কথাই ভাবতেছে সে,  
মরেছে সে আমায় ভালোবেসে ।

বই-হাতে সে ঘরের কোণে  
জানি আমার বাঁশিই শোনে,  
ডাকলে রোষে আমার পানে  
নয়না হেনেই রক্ত-কমল-কুঁড়ির সম চিবুকটি তার নামায় ॥

দেওখর  
পৌষ, ১৩২৭

## পাপড়ি খোলা

রেশমী চুড়ির শিজিনীতে রিমঝিমিয়ে মরম-কথা  
পথের মাঝে চমকে কে গো ধমকে যায় ঐ শরম-নতা ॥

কাঁধ-চুমা তার কলসি-ঠোটে  
উদ্বাসে জল উলসি' ওঠে,  
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে  
বায় যেন হায় নরম লতা ॥

অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পরদেশী কে  
হান্লে দিঠি পিয়াস-জাগা পথ্বালা এই উর্বশীকে!

শূন্য তাহার কন্যা-হিয়া  
ভরল বঁধুর বেদনা নিয়া,  
জাগিয়ে গেল পরদেশিয়া  
বিধুর বঁধুর মধুর ব্যথা ॥

মৌলত পুর, ফুমিলা  
বৈশাখ, ১৩২৮



## বিধুরা পখিক-প্রিয়া

আজ নলিন্-নয়ান মলিন কেন বল সখি বল বল ।  
পড়ল মনে কোন্ পখিকের বিদায় চাওয়া ছিল-ছিল ?  
বল সখি বল বল ॥

মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজলে চোখের জলে,  
ঐ সুদূরের পথ বেয়ে কি দূরের পখিক গেছে চলে-  
আবার ফিরে আসবে ব'লে গো ?  
স্বর শুনে কার চমকে ওঠ ? আ-হা!  
ওলো ও যে বিহগ-বেহাগ নিঝরিণীর কল-কল ॥

ও নয় লো তার পায়ের ভাষা, আ-হা  
শীতের শেষের ঝরা-পাতার বিদায় ধ্বনি ও,  
কোন্ কালোরে কোন্ ভালোরে বাসলে ভালো, আ-হা!  
খুঁজছে মেঘে পরদেশী কোন্ পলাতকার নয়ন-অমিয় ?  
কারে? ও নয় তোমার চির-চেনার চপল হাসির আলো-ছায়া,  
চুম্ব ও যে শুবাক-তরুর চিকন পাতায় বাদল-চাঁদের মেঘলা মায়া ।

ওঠ পখিক-পূজারিণী উদাসিনী বালা!  
সে যে সবুজ-দেশের অবুঝ পাখি কখন এসে যাচবে বাঁধন,  
কে জানে ভাই, ঘরকে চল ।  
ওকি ? চোখে নামল আবার বাদল-ছায়া ঢল-ঢল ?  
চল সখি ঘরকে চল ॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা  
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

## মনের মানুষ

ফিরনু যেদিন ঘারে ঘারে কেউ কি এসেছিল ?  
মুখের পানে চেয়ে এমন কেউ কি হেসেছিল ?

অনেক তো সে ছিল বাঁশি,  
অনেক হাসি, অনেক ফাঁসি,  
কই কেউ কি ডেকেছিল আমায়, কেউ কি যেচেছিল ?  
ওগো এমন ক'রে নয়ন-জলে কেউ কি ভেসেছিল ?

তোমরা যখন সবাই গেলে হেলায় ঠেলে পায়ে,  
আমার সকল সুধাটুকুন পিয়ে,  
সেই তো এসে বুকে ক'রে তুল্লো আপন নায়ে  
আচম্কা কোন্ না-চাওয়া পথ দিয়ে ।  
আমার যত কলঙ্কে সে  
হেসে বরণ করলে এসে

আহা বুক-জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল ?  
ওগো জানতো কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল ॥

কুমিল্লা  
আষাঢ়, ১৩২৮

## খিয়ার রূপ

অধর নিস্পিস্  
নধর কিস্মিস্  
          রাতুল্ তুলতুল্ কপোল;  
ঝরলো ফুল-কুল,  
করলো গুল্ ভুল  
          বাতুল বুলবুল্ চপল ॥

নাসায় তিলফুল  
হাসায় বিল্কুল,  
          নয়ান ছলছল উদাস,  
দৃষ্টি চোর-চোর  
মিষ্টি ঘোর-ঘোর,  
          বয়ান ঢলঢল্ হতাশ।

অলক দুলদুল্  
পলক ঢুল্ ঢুল্,  
          নোলক চুম খায় মুখেই,  
সিদুর মুখটুক্  
হিঙুল টুকটুক্,  
          দোলক ঘুম যায় বুকেই।

ললাট ঝল্‌মল্  
মলাট মল্‌মল্  
          টিপ্‌টি টল্‌টল্‌ সিথির,

ভুরু কায় ক্ষীণ  
শুরু নাই চিন,  
দীপটি জ্বল্জ্বল দিঠির ।

চিবুক টোল্ খায়,  
কি সুখ্-দোল্ তায়  
হাসির ফাঁস দেয়- সাবাস!  
মুখ্টি গোলগাল,  
চুপ্টি বোল্চাল  
বাঁশির শ্বাস দেয় আভাস!

আনার লাল লাল  
দানার তার গাল,  
তিলের দাগ তায় ভোমর ,  
কপোল-কোল ছায়  
চপল টোল, তায়  
নীলের রাগ ভায় চুমোর ।

www.banglainternet.com

## বাদল-দিনে

আদর-গর-গর  
বাদর দর-দর  
এ-তনু ডর-ডর  
কাপিছে থর-থর ।

নয়ন ঢল-ঢল  
সজল ছল-ছল,  
কাজল কালো জল  
ঝরে লো ঝর-ঝর ॥

ব্যকুল বন-রাজি স্থসিছে ক্ষণে ক্ষণে,  
সজনি! মন আজি গুমরে মনে মনে ।  
বিদরে হিয়া মম  
বিদেশে প্রিয়তম,  
এ জনু পাখি সম  
বরিষা-জর-জর ॥

কাহারু ও-মেঘোপরি গমন গম-গম?  
সখি রে মরি মরি, ভয়ে গা ছম-ছম!  
গগনে ঘন ঘন  
সঘনে শোন শোন-  
ঝনন রণ রণ-  
সজনি ধর ধর ॥

জলদ-দামা বাজে জলদে তালে তালে,  
কাজরী-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে ॥

শ্যামল মুখ স্মরি,  
সখিয়া বুক মোরি  
উঠিছে ব্যথা ভরি'  
অঁখিয়া ভর ভর ॥

বিজুরী হানে ছুরি চমকি' রহি' রহি'  
বিধুরা একা ঝুরি বেদনা কারে কহি!  
সুরভি কেয়া-ফুলে  
এ হৃদি বেয়াকুলে,  
কাঁদিছে দুলে দুলে  
বনানী মর-মর ॥

নদীর কলকল , ঝাউ-এ ঝল-মল,  
দামিনী জ্বল জ্বল , কামিনী টল-মল!  
আজি লো বনে বনে  
গুধানু জনে জনে,  
কাঁদিল বায়ু সনে  
তটিনি তর-তর ॥

আদুরী দাদুরী লো কহ লো কহ দেখি,  
এমন বাদুরী লো ডুবিয়া মরিব কি ?  
একাকী এলোকেশে  
কাঁদিব ভালোবেসে,  
মরিব লেখা-শেষে,  
সজ্জনী সর সর ॥

কলিকাতা  
শ্রাবণ, ১৩২৮

## কার বাঁশি বাজিল?

কার বাঁশি বাজিল  
নদী-পারে আজি লো ?  
নীপে নীপে শিহরণ কম্পন রাজিল-  
কার বাঁশি বাজিল ?  
বনে বনে দূরে দূরে  
ছল ক'রে সুরে সুরে  
এত ক'রে ঝুরে ঝুরে  
কে আমায় যাচিল ?  
পুলকে এ-তনু-মন ঘন ঘন নাচিল ।  
ক্ষণে ক্ষণে আজি লো কার বাঁশি বাজিল ?

কার হেন বুক ফাটে মুখ নাহি ফোটে লো!  
না কওয়া কি কথা যেন সুরে বেজে উঠে লো!  
মম নারী-হিয়া মাঝে  
কেন এত ব্যথা বাজে?  
কেন ফিরে এনু লাজে  
নাহি দিয়ে যা ছিল।  
যাচা-প্রাণ নিয়ে আমি কেমনে সে বাঁচি লো ?  
কেঁদে কেঁদে আজি লো কার বাঁশি বাজিল ?

কণিকাতা  
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

## অ-কেজোর গান

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুটির ক্ষেতে  
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ।

রোদ্-সোহাগী পউষ-প্রাতে  
অধির প্রজাপতির সাথে  
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পারে  
পুষ্পল মৌ ক্ষেতে ।

আমি আমন খানের বিদায়-কাদন শুনি মাঠে রেতে ।

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,  
ও তার হৃদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে!

বাবুলা-ফুলে নাক-ছাবি তার,  
গায় শাড়ি নীল অপ্ৰাজিতার  
চলেছি সেই অজানিতার  
উদাস পরশ পেতে ।

আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইসারায় ঋখে যেতে যেতে ।

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুটির ক্ষেতে  
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে ।



## সুতক বাদল

নীল-গগনের নয়ন-পাতায়  
নাম্নো কাজল-কালো মায়া ।  
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়  
তারই সজল আলো-ছায়া ॥

এ তমাল তালের বুকের কাছে  
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে,  
দাঁড়িয়ে আছে!  
ভেজা পাতায় এ কাঁপে তার  
আদুল ঢল-ঢল কায়া ॥

যার শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়  
কদম-কলি শিউরে' উঠে,  
জুঁই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে  
কেয়া বধু ঘোমটা টুটে ।

আহা! আজ কেন তার চোখের ভাষা  
বাদল-ছাওয়া ভাষা-ভাষা-  
জলে-ভাষা ?  
দিগন্তেরে ছিড়িয়েছে সেই  
নিতল আঁখির নীল আবছায়া ॥

এ কার ছায়া দোলে অতল কালো  
শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায়?

আমলকি-বন থাম্‌লো ব্যথায়  
ঘাম্‌লো কাঁদন গগন-সীমায়।  
আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,  
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্‌ পথিক,  
এ কোন্‌ পথিক ?  
এ কি স্তব্ধ তারি আকাশ-জোরা  
অসীম রোদন-বেদন-ছায়া ॥

কুমিল্লা,  
আষাঢ়, ১৩২৯

## চাঁদ-মুকুর

চাঁদ হেরিতেছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরশিতে ।  
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে ॥

হেরিছে রজনী রজনী জাগিয়া  
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,  
কাহাঁ পিউ কাহাঁ ডাকিছে পাগিয়া,  
কুমুদীরে কঁদাইতে ॥

না জানি সজ্জনী কত সে রজনী কেঁদেছে চকোরী পাগিয়া,  
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে তীরু ছায়া-তরু কাঁপিয়া

কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরনী  
চির-বিরহিনী রোহিনী ভরনী,  
অবশ আকাশ বিবশা ধরনী  
কঁদানিয়া চাঁদিনীতে ॥

ছাপি  
কাছন, ১৩৩১

## চির-চেনা

নামা-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে  
বেতস-বেগুন বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে ।

লতায়-পাতায় সুনীল রাগে  
সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে,  
সে-সুর ঘুমায় দিগন্ধার শয়ন লীনা রে  
আমি কাঁদি, এ-সুর আমার চির-চেনা রে ।

ফাগুন-মাঠে শিস্ দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,  
শিউরে ওঠে আমার মুকুল ব্যাখায় ভারাতুর ।

সে সুর কাঁপে উত্তল হাওয়ায়,  
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,  
সে চায় ইসারায় অন্তঃকলের প্রাসাদ-মিনারে ।  
আমি কাঁদি, এই ত আমার চিরচেনা রে ।

## পাহাড়ী গান

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল ।  
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোর প্রকৃতির মত সচ্ছল ॥

মোরা আকাশের মত বাধাহীন,  
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুইন,  
মোরা জানি না ক' রাজা রাজ্জ-আইন,  
মোরা পরি না শাসন-উদুখল।  
মোরা বন্ধন-হীন জন-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল ।  
মোরা সিঁহু-জোয়ার কল-কল  
মোরা পাগলা-ঝোরার ঝরা-জল  
কল-কল-কল- ছল-ছল-ছল্ কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ॥

মোরা দিল-খোলা খোলা প্রান্তর,  
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,  
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর,  
মোরা হাসি-গান সম উচ্ছল ।  
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল,  
মোরা প্রাণ-দরিয়ার কল-কল্,  
মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল  
চল-চঞ্চল কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ছল-ছল-ছল্ ॥

হুগলি

আখ্যায়, ১৩৩১

## অমর-কানন

অমর-কানন

মোদের অমর-কানন!

বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন,  
আমাদের তপোবন ॥

এর দক্ষিণে “শালী” নদী কুলু কুলু বয়,  
তার কূলে কূলে শাল-বীধি ফুলে ফুল-ময়,  
হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,  
হেথা মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন ॥

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,  
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব-ঘাস,  
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ,  
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ ॥

মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি, নিজে ধরি হাল,  
সদা খুশি-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,  
মোরা বাতাস করি গো ভেঙে হরিতকি -ডাল,  
শাখায় শাখায় শাখী, গানের মাতন ॥

প্রহরী মোদের ভাই “পুরবী” পাহাড়,  
‘সুস্তনিয়া’ আগুলিয়া পশ্চিমি দ্বার,  
ওরে উত্তরে উত্তরী কানন-বিধার,  
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালী-বন ॥

হেথা ক্ষেত-ভরা নিয়ে আসে অন্ধান,  
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল হেথা ফলে ফোটে প্রাণ,  
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,  
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখন ॥

মোরা বটের ছায়ায় বসি', করি গীতাপাঠ,  
আমাদের পাঠশালা চাষী-ভরা মাঠ,  
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট  
ঘরে ঘরে ভাই-বোন বন্ধু-স্বজন ॥\*

পদ্মাজলবাটি, বাঁকুড়া  
আষাঢ়, ১৩৩২

www.banglainternet.com

---

\* বাঁকুড়া জেলার পদ্মাজলবাটি জাতীয় বিদ্যালয়টি নদী, পাহাড়, বন ও মাঠ-খেরা একটি প্রাক্তরে। এর নাম 'অমর কানন'। এই বিদ্যালয় অমর নামক একটি উরুণের তপস্যার কল। সে আজ স্বর্ণে। এই পানটি ঐ বিদ্যালয়ের ছেলেরের জন্য লিখিত।

## পুবেৰ হাওয়া\*

( ঝড় : পূৰ্ব-তৱঙ্গ )

আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয়-পথিক -  
অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ  
দারুণ দাবান্নি-সম নৃত্য-ছায়ানটে  
মাতিয়া ছুটিতেছি, চলার দাপটে  
ব্রহ্মাও ভগ্ন করি। অগ্রে সহচরী  
ঘূর্ণা-হাতছনি দিয়া চলে ঘূর্ণি পরী  
গ্রীষ্মের গজল গেয়ে পিলু-বারোয়ায়  
উশীরের তার-বাঁধা প্রান্তর-বীণায় ।

করতালি-ঠেকা দেয় মত্ত তালি-বন  
কাহারবা-দ্রুত-তালে ।- আমি উচাটন  
মনাথ-উন্মাদ “আঁখি রাগ-রক্ত ঘোর  
ঘূর্ণিয়া পক্ষাতে ছুটি, প্রমত্ত চকোর  
প্রথম-কামনা-ভীতু চকোরিণী পানে  
ধায় যেন দুরন্ত বাসনা-বেগ-টানে ।

সহসা শুনিবু কার বিদায়-মহুর  
শ্রান্ত শ্লথ গতি-ব্যথা, পাতা-থরথর

---

\* “ঝড়” কবিতার পশ্চিম-তৱঙ্গ “বিষের বাঁশী”তে বেরিয়েছিল ।



পথিক-পদাঙ্ক-আঁকা পূব-পথ-শেষে ।  
দিগন্তের পর্দা ঠেলি' হিম-মরু-দেশে  
মাগিছে বিদায় মোর প্রিয়া ঘূর্ণিপরী,  
দিগন্ত ঝাপসা তার অশ্রু-হিমে ভরি' ।  
গোলে-বকৌলির দেশে মরু-পরীস্থানে  
মিশে গেল হাওয়া-পরী ।

অযথা সঙ্কানে

দিকচক্র-রেখা ধরি' কেঁদে কেঁদে চলি  
শান্ত অশ্বশ্বসা-গতি । চম্পা-একাবলী  
হিন্মান ছেয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া,  
সেই চম্পা চোখে চাপি' ডাকি , 'পিয়া পিয়া'!  
বিদায়-দিগন্ত ছানি' নীল হলাহল  
আকণ্ঠ লইনু পিয়া, তরল গরল-  
সাগরে ডুবিল মোর আলোক-কমলা,  
আঁখি মোর ঢুলে আসে-শেষ হল চলা!  
জাগিলাম জন্যান্তর-জাগরণ-পারে  
যেন কোন্ দাহ -অন্ত ছায়া- পারাবারে  
বিচ্ছেদ-বিশীর্ণ তনু, শীতল-শিহর!  
প্রতি রোম-কূপে মোর কাঁপে ধরধর!

কাজল-সুস্বিদ্ধ কার অঙ্গুলি-পরশ  
বুলায় নয়নে মোর, দুলায়ে অবশ  
ভার শ্রুত তনু মোর ডাকে-জাগে পিয়া  
জাগো রে সুন্দর মোরি রাজা শাঁবলিয়া!"

জল-নীলা ইন্দ্র-নীলকান্তমণি-শ্যামা  
এ কোন্ মোহিনী তবী যাদুকরী বামা

জাগাল উদয়-দেশে নব মন্ত্র দিয়া  
ভয়াল-আমাকে ডাকি-হে সুন্দর পিয়া”  
- আমি ঝড় বিশ্ব-ত্রাস মহা-মৃত্যু-ক্ষুধা,  
ত্র্যম্বকের ছিন্নজটা-ওগো এত সুধা,  
কোথা ছিল অগ্নি-কুণ্ড মোর দাব-দাহে?  
এত প্রেম-তৃষা সাধ গরল-প্রবাহে ?-

আবার ডাকিল শ্যামা , “জাগো মোরি পিয়া!”  
এতক্ষণে আপনার পানে নিরখিয়া  
হেরিলাম আমি ঝড় অনন্ত সুন্দর  
পুরুষ-কেশরী বীর! প্রলয়-কেশর  
কক্ষে মোর পৌরুষের প্রকাশে মহিমা!  
চোখে মোর ভাঙ্করের দীপ্তি-অরুণিমা  
ঠিকরে প্রদীপ্ত তেজে! মুক্ত ঝোড়ো কেশে  
বিশ্বলক্ষ্মী মালা তাঁর বেঁধে দেন হেসে!

এ কথা হয়নি মনে আগে,- আমি বীর  
পুরুষ পুরুষ-সিংহ, জয়-লক্ষ্মী-শ্রীর  
স্নেহের দুলাল আমি; আমারেও নারী  
ভালোবাসে, ভালোবাসে রক্ত-তরবারি  
ফুল-মালা চেয়ে! চাহে তারা নর  
অটল-পৌরুষ বীর্যবস্ত শক্তিদর!  
জানিই সেদিন আমি এ সত্য মহান-  
হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান  
মদন-মোহন-রূপে! সেই সে প্রথম  
হেরিনু, সুন্দর আমি সৃষ্টি-অনুপম!

যাহা কিছু ছিল মোর মাঝে অসুন্দর  
অশিব ভয়াল মিথ্যা অকল্যাণকর  
আত্ম অভিমান হিংসা ঘেঘ-তিক্ত ক্ষোভ-  
নিমেষে লুকাল কোথা, স্নিগ্ধ-শ্যাম ছোপ  
সুন্দরের নয়নের লাগি' মোর প্রাণে!  
পুবের পরীয়ে নিয়া অন্তদেশ পানে  
এইবার দিনু পাড়ি । নটনটী-রূপে  
গ্রীষ্মদন্ধ তাপশুষ্ক মারী ধ্বংস-স্তূপে  
নেচে নেচে গাই নব-মন্ত্র সাম-গান  
শ্যামল জীবন-গাথা জাগরণ-তান!

\*

এইবার গাহি নেচে নেচে,  
রে জীবন-হার, ওঠ বেঁচে!  
রুদ্ধ কালের বহি-রোষ  
নিদাঘের দাহ গ্রীষ্ম-শোষ  
নিবাত্তে এনেছি শান্তি-সোম,  
ওম শান্তি, শান্তি ওম!  
জ্ঞেপে ওঠ ওরে মূর্ছাতুর!  
হোক অশিব মৃত্যু দূর!  
গাহে উদ্‌গাতা সজ্জল ব্যোম,  
ওম শান্তি, শান্তি ওম ।  
ওম শান্তি, শান্তি ওম ।  
ওম শান্তি, শান্তি ওম ॥

এস মোর শ্যাম-সরসা

ঘনিমার হিঙুল-শোষা

বরষা প্রেম-হরষা

প্রিয় মোর নিকষ-নীলা!

শ্রাবণের কাজল গুলি'

ওলো আয় রাঙিয়ে তুলি

সবুজের জীবন-তুলি

মৃতে কর প্রাণ-রঙিলা ॥

আমি ভাই পুবের হাওয়া

বাঁচনের নাচন-পাওয়া,

কার্ফায় কাজুয়া গাওয়া,

নটিনীর পা-ঝিনঝিন!

নাচি আর নাচনা শেখাই

পূরবের বাইজীকে ভাই,

ঘুমুরের তাল দিয়ে যাই -

এক দুই এক দুই তিন ॥

বিল ঝিল তড়াগ পুকুর

পিয়ে নীর নীল কবুর

খইখই টইটুঝুর!

ধরা আজ পুষ্পবতী!

গুণনির নিন্দা স্রষি'

রূপসী ঘুম-উপোসী!

কদমের উদ্‌মো খুশি

দেখায় আজ শ্যাম্ যুবতী ॥

হরীরা দূর আকাশে  
বরুণের গোলাব-পাশে  
ধারা-জল ছিটিয়ে হাসে  
বিজুলীর ঝিলিমিলিতে!  
অরুণ আর বরুণ রণে,  
মাতিল গোর স্বননে  
আলো-ছায় গগন-বনে  
“শার্দূল-বিক্রীড়িতে।”

(শার্দূল-বিক্রীড়িত হচ্ছে)

উদ্ভাস ভীম  
মেঘে কুচকাওয়াজ  
চলিছে আজ,  
সোনাদ সাগর  
খায় রে দোল!

ইন্দ্রের রথ  
বজ্রের কামান  
টানে উজ্জান  
মেঘ-ঐরাবত  
মদ-বিভোল্ ।

যুদ্ধের রোল  
বরুণের জাঁতায়  
নিনাদে ঘোর,  
বারীশ আর বাসব  
বন্ধু আজ ।

সূর্যের তেজ

দহে মেঘ-গরুড়

ধূম-চূড়,

রাশির ফলক

বিধিছে বাজ ॥

বিশ্রাম-হীন

যুঝে তেজ-তপন

দিক্ বারুণ

শির-মদ-ধারায়

ধরা মগন!

অম্বর-মাঝ

চলে আলো-ছায়ায়

নীরব রূপ

শার্দূল শিকার

খেলে যেমন ॥

রৌদ্রের শর

খরতর প্রখর

ক্লান্ত শেষ,

দিবা দ্বিপ্রহর

নিশি-কাজল!

সোম্বাস ঘোর

ঘোষে বিজয়-বাজ

গরজি' আজ

দোলে সিংহ-বি-ক্রীড়ে দোল ॥

(সিংহ-বিক্রিড় ছন্দে)

নাচায় প্রাণ	রণোনাদ-	বিজয়-গান,	গগনময়	মহোৎসব ।
রবির রথ	অরুণ-যান-	কিরণ-পথ	ডুবায় মেঘ	মহার্ণব ॥
মেঘের ছায়	শীতল কায়	ঘুমায় থির	দীঘির জল	অথই থই ।
তুষায় ক্ষীণ	‘ফটিক জল’	‘ফটিক জল’	কাঁদায় দিল্	চাতক ঐ ॥
মাঠের পর	সোহাগ-ঢল	জলদ-দ্রব্	ছলাৎছল	ছলাৎছল!
পাহাড়-গায়	ঘুমায় ঘোর	অসিত মেঘ-	শিশুর দল	অচঞ্চল ॥
বিলোল-চোখ	হরিণ চায়	মেঘের গায়,	চমক খায়	গগন-কোল,
নদীর পার	চখীর ডাক	“কোয়াককো’	বনের বায়	খাওয়ায় ঢোল ॥
স্বয়ংভুর	সতীর শোক-	ধ্যানোনাদ-	নিদাঘ-দাব	তপের কাল
নিশেষ আজ!	মহেশ্বর	উমার গাল	চুমার ঘায়	রাঙায় লাল ॥

(অনঙ্গশেখর ছন্দে)

এবার আমার	বিলাস গুরু	অনঙ্গশেখরে ।
পরশ-সুখে	শ্যামার বৃকে	কদম্ব শিহরে ॥
কুসুমেশ্বর	পরশ-কাতর	নিতম্ব-মহুয়া
সিনান-শুচি	স-যৌবনা	রোমাঞ্চিত ধরা ।
ঘন শ্রোণীর,	গুরু উরুর,	দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা
যাচে গো আজ	পরম্ব-পীড়ন	পুরুষ-পরশ-সুধা ।
শিথিল-নীবি	বিধুর বালা	শয়ন ঘরে কাঁপে,
মদন-শেখর	কুসুম-স্তবক	উপাধানে চাপে!

আমার বুকের  
বনের হিয়ায়  
শাখীরা আজ  
কুলায় রচে,

কামনা আজ  
তিয়াষ জিয়ায়  
শাখায় শাখায়  
মনে শোনে

কাঁদে নিখিল জুড়ি',  
প্রথম কদম-কুঁড়ি।  
পাখায় পাখায় বাঁধা,  
শাবক-শিশুর কাঁদা।

তাপস-কঠিন  
বধূর বুকে  
তরুণ চাহে  
শোনে, কোথায়

উমার গালে  
মধুর আশা  
করুণ চোখে  
কাঁদে ডাহুক

চুমার পিয়াস জাগে,  
কোলে কুমার মাগে!  
উদাসী তার আঁখি,  
ডাহকীরে ডাকি'!

এবার আমার  
দেখি, হঠাৎ  
ওগো আমার  
মৃণাল হেরি'

পথের শুরু  
চরণ রাজা  
এখনো যে  
মনে পড়ে

তেপান্তরের পথে,  
মৃণাল-কাঁটার ক্ষতে।  
সকল পথই বাকি,  
কাহার কমল-আঁখি!



## আলতা-স্মৃতি

এ রাঙা পায়ে রাঙা আলতা প্রথম যেদিন প'রেছিলে,  
সেদিন তুমি আমায় কি গো ভুলেও মনে ক'রেছিলে—  
আলতা যেদিন প'রেছিলে ?

জানি, তোমার নারীর মনে নিত্য-নূতন পাওয়ার পিয়াস  
হঠাৎ কেন জাগল সেদিন, কষ্ঠ ফেটে কাঁদল তিয়া!  
মোর আসনে সেদিন রানী  
নতুন রাজ্য বরলে আনি',  
আমার রক্তে চরণ রেখে তাহার বুকে মরেছিলে—  
আলতা যেদিন প'রেছিলে ॥

মর্মমূলে হান্লে আমার অবিস্থাসের তীক্ষ্ণ ছুরি  
সে-খুন সখায় অর্ঘ্য দিলে যুগল চরণ-পদ্মে 'পুরি' ।  
আমার প্রাণের রক্ত-কমল  
নিঙড়ে হ'ল লাল পদতল,  
সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজ্য ব'রেছিলে—  
আলতা যেদিন প'রেছিলে ॥

আমার হেলায় হত্যা ক'রে দাঁড়িয়ে আমার রক্ত-বুকে  
অধর-আঁধুর নিঙড়েছিলে সখার ত্বা-গুহু মুখে ।  
আলতা সে নয়, সে যে ঝালি  
আমার যত চুমোর লাগী!  
খেলতে হোরি তাইতে, গোৱী, চরণ-তরী ভ'রেছিলে—  
আলতা যেদিন প'রেছিলে ॥

জানি রানী, এমনি ক'রে আমার বুকের রক্ত-ধারায়  
আমারই প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায়ে আলতা পরায়!  
এবারও সেই আলতা-চরণ  
দেখতে প্রথম পায়নি নয়ন!  
মরণ-শোষা রক্ত আমার চরণ-ধারে ধ'রেছিলে-  
আলতা যেদিন প'রেছিলে ॥

কাহার পুলক-অলক্তকের রক্তধারায় ডুবিয়ে চরণ  
উদাসিনী! যেচেছিলে মনের মনে আমার মরণ!  
আমার সকল দাবি দ'লে  
লিখলে 'বিদায়' চরণতলে!  
আমার মরণ দিয়ে তোমার সখার হৃদয় হ'রেছিলে-  
আলতা যেদিন প'রেছিলে ॥

রহস্যমপুর জেল  
অত্রহায়ণ, ১৩৩১

www.banglainternet.com

More PDF: MyMahbub.com

## রৌদ্র-দেহের গান

এবার আমার জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো ।  
আনো অগ্নি-বিহীন দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো ।  
তিমির প্রদীপ জ্বালো ॥

নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে  
চুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে,  
রৌদ্র-কুহর দীপক-পাখা পড়ুক, টুটুক খসে,  
আমার নিদাঘ-দাহে অমা-মেঘের নীল অমিয়া ঢালো ।  
তিমির-প্রদীপ জ্বালো ॥

মেঘে ডুবাও সহস্রদল রবি-কলে-দীপ,  
ফুটোও আঁধার কদম-ঘুম-শাখে মোর মণি-নীপ ।  
নিখিল-গহন-তিমির-তমাল-গাছে  
কালো কালার উজ্জল নয়ন নাচে  
আলো-রাধা যে কালোতে নিত্য মরণ যাচে-  
ওগো আনো আমার সেই যমুনার জল-বিজুলির আলো ।  
তিমির-প্রদীপ জ্বালো ॥

দিনের আলো কাঁদের আমার রাতের তিমির লাগি'  
সেখায় আধার-বাসর-ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি ।'  
মান ক'রে দেয় আলোর দহন-জ্বালা  
তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,

জকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন-ডালা ।  
ওগো অসিত আমার নিশীথ-নিতল শীতল কালোই ভালো ।  
তিমির-প্রদীপ জ্বালো ॥

সমষ্টিপুরের ট্রেন-পথে  
ফাল্গুন, ১৩৩০

[www.banglainternet.com](http://www.banglainternet.com)

More PDF: [MyMahbub.com](http://MyMahbub.com)

ঐচ্ছ ও রচনা পরিচিতি

[www.banglainternet.com](http://www.banglainternet.com)

More PDF: [MyMahbub.com](http://MyMahbub.com)

## ছায়ানট

‘ছায়ানট’ ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে যে ‘উৎসর্গ’-পত্রটি ছিল, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তাহা বর্জিত হয়।

‘বিজয়িনী’ ১৩২৮ পৌষের ‘মোসলেম ভারতে’ এবং ‘চৈতী হাওয়া’ ১৩৩২ বৈশাখের ‘কল্লোল’-এ বাহির হইয়াছিল।

‘নিশীথ-প্রীতম’ ১৩২৮ মাঘের ৪র্থ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় এবং ৮ম বর্ষের ৩য় সংখ্যক ‘নারায়ণ’-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘লক্ষ্মীছাড়া’ ১৩২৮ ভাদ্রের ‘উপাসনা’য় বাহির হইয়াছিল।

‘শেষের গান’ ১৩২৯ শ্রাবণের ‘সহচরে’ প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাতে প্রথম পৃষ্ঠাটি ছিল এরূপ :

আমার মরণ-রথের চাকার ধনি ঐ রে এবার কানে আসে।

তৃতীয় স্তবকের প্রথম পৃষ্ঠা ছিল এরূপ :

মোর কাফনের কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিখলয়ে,

‘নিরুদ্ধেশের যাত্রী’ ১৩২৭ চৈত্রের ‘নারায়ণে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : ‘বাউল-কাশ্মিরী খেমটা’।

‘চিরন্তনী প্রিয়া’ ১৩২৮ কার্তিকের এবং ‘বেদনা-মণি’ ১৩২৯ ভাদ্রের ‘মানসী ও মর্মবাণী’তে ছাপা হইয়াছিল।

‘অনাদৃত’ ১৩২৮ ভাদ্রের ‘নারায়ণ’ এবং ‘শায়ক-বেঁধা পাখি’ ১৩২৯ আষাঢ়ের ‘বঙ্গবাণী’তে বাহির হইয়াছিল।

More PDF: MyMahbub.com

‘হারা-মণি’ ১৩২৮ সালে ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় ১২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘স্নেহ-ভীতু’ ১৩২৭ ফাল্গুনের ‘মোসলেম ভারতে’ বাহির হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল ‘বাউল সুর-তাল লোফা’। সে সংখ্যাতেই গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

‘পলাতকা’ ১৩২৮ বৈশাখের ‘ভারতী’তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : ‘মা-মরা খোকার মৃত্যু-শয্যায় পিতা গাচ্ছেন’, এবং ‘সুর-বৈকালী মেঠো বাউল’। গানটি ‘ভারতী’ হইতে ১৩২৮ আশ্বিনের ‘মোসলেম ভারতে’ উদ্ধৃত হইয়াছিল।

‘মানস-বধু’ ১৩২৯ শ্রাবণের ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক মাসিক ‘বসুমতী’তে বাহির হইয়াছিল।

‘দূরের বন্ধু’ ১৩২৭ কার্তিকের ‘মোসলেম ভারত’-এ ‘গান’ শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল; বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : ‘লাউনি-বারোয়া-তেওড়া’।

‘আশা’ ১৩২৭ পৌষের ‘মোসলেম ভারতে’ ‘গান’ শিরোনামে বাহির হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : ‘খান্জা-টিমা) একতারা’। সে সংখ্যাতেই গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

‘মরমী’ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩২৭ ফাল্গুনের ‘মোসলেম ভারতে’। ১৩৩০ অগ্রহায়ণের ‘কল্লোলে’ ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় এবং সে সংখ্যাতেই শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ইহার সুর ও স্বরলিপি প্রকাশ করেন।

‘প্রতিবেশিনী’ ১৩২৭ মাঘের ‘সওগাতে’ ‘বেদন-হারা’ শিরোনামে এবং ১৩২৭ চৈত্রের ‘মোসলেম ভারতে’ ‘গান’ শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘দুপুর-অভিসার’ ১৩২৬ শ্রাবণের ‘ভারতী’তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল; গৌড়-সারঙ : দাদরা’।

More PDF: MyMahbub.com

‘ছল-কুমারী’ ১৩২৮ অগ্রহায়ণের ‘উপাসনা’য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘বাদল-দিনে’ ১৩২৮ আশ্বিনের এবং ‘কার বাঁশী বাজিল?’ ১৩২৮ ভাদ্রের ‘মোসলেম ভারতে’ প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘অকেজোর গান’ ১৩২৮ অগ্রহায়ণের এবং ‘স্তব্ধ বাদল’ ১৩২৯ শ্রাবণের ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘চির-চেনা’ ১৩২৯ শ্রাবণের ‘বঙ্গবাণী’তে বাহির হইয়াছিল।

‘অমর কানন’ ১৩৩২ শ্রাবণের ৫ম বর্ষের ৩৩শ সংখ্যক ‘বিজলী’তে বাহির হইয়াছিল।

‘পূবের হাওয়া [ঝড় : পূর্ব তরঙ্গ] ১৩৩১ শ্রাবণের, ‘আলতা-স্মৃতি’ ১৩৩০ পৌষের এবং ‘রৌদ্র-দধির গান’ ১৩৩০ চৈত্রের ‘কল্লোল’-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

## পু ন ক্ত

ছায়ানট ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (সেপ্টেম্বর ১৯২৫) প্রকাশিত হয়।  
প্রকাশক : ব্রজবিহারী বর্মণরায়, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট,  
কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০, মূল্য পাঁচ টাকা।

পরে ছায়ানটের ২৬টি কবিতা পূবের হাওয়া কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

---

[তথ্যসূত্র : আবদুল কামির সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ‘নজরুল-রচনাবলী’র নতুন সংস্করণ থেকে।]

More PDF: MyMahbub.com